দৈনিক বাংলা

তারিখ... 10 JUL 1991..
পৃষ্ঠা... ২ ... কলাম ... ৪ ...

৩২

37

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৯ই জুলাই ।–চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠছে। বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতির মাধ্যমে শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছেন।

(৪–এর পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে শিক্ষানুরাগী , শিক্ষক সমাজ নামে আর একটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। এই সংগঠনের পক্ষে অধ্যাপক আহমেদ নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যা–লয়ের শিক্ষকরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে সম্প্রতি তুমুল আন্দোলন করছেন। এক দল ভাইস চ্যান্সেলরকে বিতাড়ন করতে তৎপর। অন্যদল বহাল রাখার জন্যউদগ্রীব।

বিবৃতিতে বলা হয় ঃ শিক্ষকদের ঐ আন্দোলনের নেতাদের মধ্য দিয়ে উভয় দলের অদূরদর্শিতা ও অতি আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলরকে কেন্দ্র করে সরকারের নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তদন্তে ভাইস চ্যান্সেলর দোষী কিনা, তাঁর বহাল থাকা উচিত কি উচিত নয়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের, শিক্ষকদের নয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি এবং এর স্বার্থ অভিন্ন। সুতরাং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

বিবৃতিতে তিনি পেশাজীবী, আইন–জীবী, অভিভাবক তথা দেশবাসীর প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার অনুরোধ জানি–য়েছেন।

বিবৃতিতে ভিসি রক্ষা দলের তিনজন নেতা ও শিক্ষক এবং বিতাড়ন দলের দুইজন নেতা ও শিক্ষককে নেতাগিরি ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়ার আহবান জানানোহয়।

চাকসু ভিপি নাজিমুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আজিমুদ্দিন, ছাত্র লীগ (শা–অ), জাতীয় ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রলীগ (না–শ), ছাত্র ঐক্য সমিতি, আলাউল হল, শাহ আমানত হল, শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদের সহ–সভাপতি, সহ–সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদিকাগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, ২২শে ডিসেম্বরের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নায়কদের এবং উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনায় নির্মমভাবে নিহত ছাত্র নেতা শহীদ ফারুকউজ্জামান ফারুকের হত্যাকারী–দের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে এক সদস্যবিশিষ্ট পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের উপর দোষ চাপিয়ে বাস্তব বাস্তব ঘটনাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার চেষ্টা চলছে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজের পাঁচ দফা দাবী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমাজের পক্ষে অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক হায়াত হোসেন আজ এক বিবৃতিতে পাঁচ দফা দাবী পেশ করেছেন।

তাঁরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অভিভাবকরা হতাশাগ্রস্ত। তাঁরা বিশ্ববিদ্যা–লয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার এবং সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে পাঁচ দফা পেশ করেন। এই দফাগুলো হচ্ছে–ঃ ১। ভিসি অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিনকে আগামী ১৪ই জুলা–ইয়ের মধ্যে পদত্যাগ করার শেষ সুযোগ প্রদান, অন্যথায় বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপদফার অধীনে তাকে অপসারণ এবং তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা; ২। সিনেটের মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত একজন নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ করা; ৩। ফারুকউজ্জামানের হত্যাকারীসহ ২২শে ডিসেম্বরের সহিংস ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং ৫। বিশ্ববিদ্যা–লয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মাধ্যমে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহনশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলাপ–আলোচনা শুরু।